দর্শনার যদুপুরে সাপের কামড়ে জামায়াত নেতার মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার দর্শনা থানার যদুপুর গ্রামে নিজ বাড়িতে ঘুমন্ত অবস্থায় সাপের কামড়ে বিশিষ্ট ইসলামী ব্যক্তিত্ব ও জামায়াত নেতা ক্বারী শাফায়াত উল্লাহর মৃত্যু হয়েছে।

মৃত ক্বারী শাফায়াত উল্লাহ যদুপুর গ্রামের কুমিল্লাপাড়া এলাকার শফিকুল ইসলামের ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শনিবার দিবাগত রাতে ক্বারী শাফায়াত উল্লাহ নিজ বাড়িতে ঘুমিয়ে ছিলেন। রাত আনুমানিক ১টার দিকে ঘুমন্ত অবস্থায় একটি বিষধর সাপ তাকে কামড় দেয়।

পরে পরিবারের সদস্যরা বিষয়টি টের পেয়ে দ্রুত তাকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করেন। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রোববার সকাল ৯টার দিকে তিনি মারা যান।

ক্বারী শাফায়াত উল্লাহ বেগমপুর ইউনিয়ন জামায়াতে ইসলামীর ওলামা বিভাগের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। তিনি এলাকায় একজন ধর্মপ্রাণ, সজ্জন ও সমাজসেবামূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত ব্যক্তি হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন।

তার আকস্মিক মৃত্যুতে পরিবার, আত্মীয়-স্বজন, স্থানীয় মুসল্লি ও রাজনৈতিক অঙ্গনে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। বিভিন্ন সামাজিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ গভীর শোক প্রকাশ করেছেন এবং মরহুমের রুহের মাগফিরাত কামনা করেছেন।

দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মেহেদী হাসান বলেন, “বিষয়টি সম্পর্কে আমাদের কেউ অবগত করেনি।”

গাংনীতে সাপের কামড়ে যুবকের মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনীতে বিষধর সাপের কামড়ে শামীম হোসেন (১৫) নামের এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে।

আজ বুধবার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। নিহত শামীম হোসেন উপজেলার করমদি গ্রামের মিজানুর রহমানের ছেলে। গতকার মঙ্গলবার দিনগত মধ্যরাতে শয়নকক্ষে ঘুমন্ত অবস্থায় সাপে কামড় দেয় শামীমকে।

স্থানীয়রা জানান, রাতে নিজ কক্ষে শামীম হোসেন ঘুমিয়ে ছিল। ঘুমন্ত অবস্থায় তাকে সাপে কামড় দেয়। পরে বাড়ির লোকজন বিষয়টি জানতে পেরে স্থানীয় এক ওঝার কাছে নিয়ে যায়। পরবর্তীতে তার অবস্থার অবনতি হলে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। সেখানে কিছুক্ষণ থাকার পর চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

মেহেরপুরে সাপের কামড়ে শিশুর মৃত্যু

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি ইউনিয়নের উত্তরপাড়া খোকসা গ্রামে সাপের কামড়ে আলিফ (৯) নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। নিহত আলিফ স্থানীয় মানিকের ছেলে ও খোকসা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্র।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল সোমবার (২০ অক্টোবর) দিবাগত রাত আনুমানিক ১২টার দিকে দাদার বাড়িতে অবস্থানকালে আলিফকে বিষাক্ত সাপ কামড় দেয়। বিষয়টি টের পেয়ে পরিবারের সদস্যরা প্রথমে স্থানীয় ওঝার মাধ্যমে ঝাড়ফুঁক করান। পরবর্তীতে অবস্থার অবনতি হলে দ্রুত তাকে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নেয়া হয়।

সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে রাজশাহী মেডিকেল

কলেজ হাসপাতালে রেফার করেন। তবে রাজশাহী নেয়ার পথে আলিফের মৃত্যু হয়।

আলিফের অকাল মৃত্যুতে পরিবার ও এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

গাংনীতে সাপে কেটে শিশুর মৃত্যু

সাপের কামড়ে ফারিয়া খাতুন (৮) নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। ফারিয়া খাতুন গাংনী উপজেলার ওলিনগর গ্রামের হায়দার আলী ওরফে বাবলুর মেয়ে ও স্থানীয় তেরাইল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেনীর ছাত্রী।

আজ বৃহস্পতিবার (২৮ আগষ্ট) সকালের দিকে মারা যায় শিশুটি। গতরাতে ৩টার দিকে নিজ ঘরে ঘুমিয়ে থাকা অবস্থায় সাপে কাটে তাকে। স্থানীয়ভাবে তাকে ওঝা দিয়ে ঝাঁড়ফুঁক দেওয়া হয়। এক পর্যায়ে শিশুটি মারা যায়।

স্থানীয়দের বরাত দিয়ে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

ওঝাগিরি নিষেধ জেনেও ঝিনাইদহে সাপ নিয়ে খেলা

ঝিনাইদহে সাপের কামড়ে গত কয়েক বছরে রেকর্ড সংখ্যক মৃত্যু হয়েছে। মৃত রোগীদের সবাইকেই সাপে কামড়ালে হাসপাতালে না নিয়ে ওঝার কাছে নিয়ে ঝাড়-ফুক করা হয়েছে।

সাপে কামড়ালে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে হাসপাতালে পৌছে চিকিৎসা নিলে রোগীর মৃত্যুর শঙ্কা থাকেনা। সাপে কামড়ানো রোগীর মৃত্যুর কারণ সময় মতো হাসপাতালে নিয়ে না আসা এবং ওঝার বাড়িতে ঝাড়-ফুক করে সময় নষ্ট করা। ওঝার বাড়িতে ঝাড়-ফুক করে রোগীর যন্ত্রণা উপশম না হলে শেষ সময়ে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বর্তমানে দেশের সর্বত্র এন্টিভেনম পাওয়া যায়। শুধু প্রয়োজন সাপে কামড়ালে ওঝার বাড়িতে না নিয়ে সময় মতো হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া। কিন্তু ঝিনাইদহের স্বাস্থ্য বিভাগ ওঝার মিথের কাছে পরাজিত হচ্ছে। মানুষকে কিছুতেই ওঝাগীরির বিশ্বাস থেকে সরানো যাচ্ছে না।

গত সপ্তাহের রবিবার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভায় জেলা প্রশাসক মোঃ আব্দুল আওয়াল ও সিভিল সার্জন ডাঃ মোঃ কামরুজ্জামান ওঝাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে সকল উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ও পুলিশকে নির্দেশনা দেন।

সাপে কামড়ালে ওঝাদের কাছে না নিয়ে হাসপাতালে নিয়ে চিকিৎসার বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে মাইকিং করার প্রস্তাবনাও রাখা হয়। কিন্তু জেলা প্রশাসক ও সিভিল সার্জনের নির্দেশনা উপেক্ষা করে ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু ও সদর উপজেলায় ৩টি স্থানে সাপ নিয়ে ঝাপান খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু প্রশাসন তাদের কোন বাধা প্রদান করেনি। পুলিশও এবিষয়ে অবগত নয় বলে জানিয়েছে।

উন্নয়ন সমন্বয় সভায় উচ্চবাচ্যের পর গত ১৪ ও ১৫ আগস্ট সদর উপজেলার বৈডাঙ্গা গ্রামে দুইদিন ব্যাপী ঝাপান খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই খেলার আয়োজন করে এই এলাকার প্রেম কুমারের নেতৃত্বে। গত ১৮ আগস্ট হরিণাকুণ্ডু উপজেলার চিতলা পাড়ায় ঝাড়ান খেলা অনুষ্ঠিত হয়। সর্বশেষ গত ২১ আগস্ট সদর উপজেলার সাগান্না গ্রামে সাপের ওঝা তৈয়ব আলী ফকিরের আয়োজনে ঝাপান খেলা অনুষ্ঠিত হয়। হাজার হাজার দর্শক এই খেলা দেখতে আসেন।

এদিকে দেশের বন্যপ্রাণি (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ অনুযায়ী সাপ ধরা বা খেলা দেখানো একটি অপরাধ, কারণ এই আইনের অধীনে বন্যপ্রাণি সংগ্রহ, আটকে রাখা ও প্রদর্শনের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। বন্যপ্রাণি আইন, ২০১২-এর ৬(১) ধারা অনুযায়ী, সাপ একটি সংরক্ষিত প্রাণি এবং এর খেলা দেখানো বা প্রদর্শনের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। কিন্তু এই আইনের বাস্তবে প্রয়োগ নেই।

অনুসন্ধানে জানা যায়, ২০২২ সালের ২১ সেপ্টেম্বর হরিণাকুণ্ডু উপজেলার ফলসি গ্রামের দুলাল বারী নামের এক বৃদ্ধকে সাপে কামড়ায়। পরিবারের লোকজন তাকে হাসপাতালে না নিয়ে ওঝার স্মরণাপন্ন হন। ওঝা মোবাইল কলের মাধ্যমেই ঝাড়-ফুক করে বিষ নামিয়ে দেওয়ার আশ্বস্থ করেন। শুধু রোগীকে ভাটির পাতা রস করে খাওয়াতে বলেন। ২২ সেপ্টেম্বর দুলাল বারী মারা যায়। ২০২৪ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি সদর উপজেলার হলিধানী ইউনিয়নের কোলা গ্রামের তুফান মন্ডল নামে এক সৌখিন সাপ পালনকারী পোষা সাপের কামড়ে মারা যান। গত ১০ মে শৈলকুপা উপজেলার খুলুমবাড়িয়া গ্রামের কাদের খন্দকার(৮০) নামের সাপের ওঝা সাপের কামড়ে মারা যান। তিনি তার পোষা সাপকে পানি পান করাতে গিয়ে দংশনের শিকার হন।

ঝিনাইদহের সিভিল সার্জন ডাঃ কামরুজ্জামান বলেন, ওঝা সাপের বিষ নামাতে পারেন এটি একটি ভ্রান্ত ধারণা। সাপ অনেক সময় ড্রাই বাইট করে থাকে। তবে রোগীকে সাপে কামড়ানোর দুয়েক ঘন্টার মধ্যে হাসপাতালে নিয়ে চিকিৎসা দিলে রোগীর মৃত্যুর শঙ্কা থাকে না। ঝিনাইদহে সাপে কেটে মৃত্যুর হার অনেক বেশি। অধিকাংশ রোগীকেই ওঝার বাড়িতে নিয়ে সময় নষ্ট করে শেষ সময়ে হাসপাতালে নিয়ে আসেন। গত জেলা সমন্বয় সভায় ওঝাগীরী বন্ধে জেলা প্রশাসক মহোদয় ও আমি সকল ইউএনও, উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ও পুলিশকে ওঝাগীরিতে মানুষের বিশ্বাস তৈরি হয় এমন কর্মকান্ড রোধ করতে বলা হয়। কিন্তু তার পরেও দুই উপজেলায় জাপান খেলা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। খুব দুঃজনক। সাপ একটি বিপজ্জনক বন্য প্রাণি।

ঝিনাইদহ সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা হোসনে আরাকে সদর উপজেলা এলাকার দুই জায়গায় অনুষ্ঠিত ঝাপান খেলার বিষয়ে জানতে চাইলে বৃহষ্পতিবার তিনি বলেন, আমার জানা ছিল না। এখনই ব্যবস্থা নিচ্ছি।

স্বেচ্ছায় সারাদেশে বিষধর সাপসহ অন্যান্য বন্যপ্রাণি উদ্ধারের কাজ করেন বোরহান বিশ্বাস রোমন। তিনি বলেন, সাপে কাটার চিকিৎসা হাসপাতালে করানোর রীতির সাথে ঝাপান খেলা সাংঘর্ষিক। ঝাপান খেলা মানুষের ওঝার প্রতি মিথ্যা বিশ্বাস তৈরি করে। ঝাপান খেলা বন্ধ করা উচিৎ। এটা দেশের আইন অনুযায়ী একটি দন্ডনীয় অপরাধ। প্রশাসন চাইলে আইন অনুয়ায়ী ব্যবস্থা নিতে পারেন।

কোটচাঁদপুরে সাপের কামড়ে ১ সপ্তাহে ৩ জনের মৃত্যু

অতি বর্ষণে চারিদিকে থই থই পানি, ভরে গেছে গেড়ে গর্ত, মাটির নিচের সাপ আশ্রয়ের খোঁজে চলে আসছে মানুষের বসত ঘরে। বাড়ছে সাপে কাটা রোগীর সংখ্যা। অসচেতনতা আর অবহেলায় হচ্ছে মৃত্যু।

গত ১ সপ্তাহে সাপের কামড়ে আক্রান্ত হয়ে কোটচাঁদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা নিতে আসা তিনজন রোগীকেই এন্টিভেনম না দিয়ে উন্নত চিকিৎসার কথা বলে রেফার্ড করা হয় ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে। রেফার্ডকৃত তিনজনেরই মৃত্যু হয়েছে। মৃতদের মধ্যে দুইজনই শিশু। ফলে এলাকায় দেখা দিয়েছে চরম সাপ আতঙ্ক। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, কোটচাঁদপুর বলুহর মাঠপাড়ার মাহতাব উদ্দিনের স্ত্রী নাছিমা বেগম (৪৫) গত মঙ্গলবার (৩০ জুলাই) রাতে সাপের কামড়ে আক্রান্ত হন। পরিবারের লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে রেফার্ড করেন। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।

একই রাত্রে চুয়াডাঙ্গা জেলার জীবননগর উপজেলার পাকা গ্রামের আসিবুল হকের মেয়ে শিশু রশ্মি খাতুন (৫) কে সাপে কামড়ে দেয়। তাঁকেও কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁকে দ্রুত ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে পাঠান। কিন্তু হাসপাতালে পৌঁছানোর পরপরই তার মৃত্যু হয়।

গত সোমবার রাতে সুতি দুর্গাপুর গ্রামের নুরুজ্জামানের দুই বছর বয়সী মেয়ে শিশু সাদিয়া খাতুন রাতের খাবার শেষে বাবা-মায়ের সঙ্গে ঘুমিয়ে থাকার সময় তাকে সাপে কামড় দেয়। পরিবারের সদস্যরা দ্রুত তাকে কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

এই তিনটি মৃত্যুই ঘটেছে কোটচাঁদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা নিতে আসার পর রেফার্ড বা চিকিৎসার অভাবে। অথচ এই স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এন্টিভেনাম মজুত রয়েছে বলে জানিয়েছেন

আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডাঃ আশরাফুল ইসলাম। এ বিষয়ে চিকিৎসক ডা. আশরাফুল ইসলাম বলেন, এন্টিভেনাম দেওয়ার পর শতকরা দশ থেকে পনেরো ভাগ রোগীর শরীরে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।
তখন প্রয়োজন হয় আইসিইউ বা নিবিড় পর্যবেক্ষণের। কিন্তু আমাদের এখানে সে সুবিধা না থাকায় জটিলতা এড়াতে রোগী রেফার্ড করে দিতে হয়।

এ বিষয়ে কোটচাঁদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. আমানুল্লাহ আল মামুনের সঙ্গে কথা বললে তিনি জানান, হাসপাতালে এন্টিভেনম আছে। তাহলে ১ সপ্তাহে ৩ জন মারা গেলো তাদের এন্টিভেনম দেয়া হয়েছিলো কি জানতে চাইলে তিনি বলেন, এ বিষয়ে ফোনে কিছু বলা যাবে না। হাসপাতালে এসে তথ্য নিতে হবে বলেই ফোন কেটে দেন।

কালীগঞ্জে সাপের কামড়ে মুহুরির মৃত্যু

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে সাপের কামড়ে হাসিবুল হাসান জনি (৪০) নামে একজনের মৃত্যু হয়েছে। মৃত জনি উপজেলা মোল্লাকুয়া গ্রামের মৃত ইউছুপ আলীর ছেলে ও ঝিনাইদহ আদালতে মুহুরার কাজ করতেন।

জনির প্রতিবেশি স্কুল শিক্ষক আব্দুস ছালাম জানান, গতকাল সোমবার দিবাগত রাতে নিজ ঘরে ঘুমিয়ে ছিলেন জনি। ঘুমের মধ্যে বিষধর সাপে তার কানে কামড় দেয়। এসময় টের পেয়ে পার্শ্ববর্তী গ্রাম সুবিতপুরে এক ওঝার কাছে নিয়ে ঝাড়ফুক করে। এরপর বাড়ি এসে আবার শুয়ে পড়ে। পরে আরো অসুস্থ হয়ে পড়লে ভোর সাড়ে ৫টায় কালীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসে। এসময় ডাক্তার তার চিকিৎসা দিয়ে যশোর ২৫০শয্যার জেনারেল হাসপতালে পাঠিয়ে দেন। যশোরে নেওয়ার পথে সকাল ৭টার দিকে তিনি মারা যান।

কালীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক শিশির কুমার সানা জানান, রাতে ডাক্তার আব্দুল্লাহ আল মামুন দ্বায়িত্বে ছিলেন। তবে, রোগীর অবস্থা শেষ পর্যায়ে পৌছালে পরিবার তাকে হাসপাতালে

এনেছিলেন। হাসপাতালে আনার পর রোগীকে এন্টিভেনম দেওয়া হয়। কিন্তু রোগীর অবস্থা খারাপ থাকায় যশোর ২৫০ শয্যা হাসপাতালে নেওয়ার পথে সে মারা যায়।

শৈলকুপায় সাপের কামড়ে প্রাণ গেল এইচএসসি পরীক্ষার্থীর

সাপের কামড়ে ঝিনাইদহের শৈলকুপায় অপু বিশ্বাস (১৯) নামে এক এসএসসি পরীক্ষার্থীর মৃত্যু হয়েছে। সে উপজেলার ব্রহ্মপুর গ্রামের সেকেন্দার বিশ্বাসের ছেলে এবং শৈলকুপা সিটি কলেজ থেকে চলমান এইচএসসি পরীক্ষার্থী ছিল।

জানাগেছে, গত শুক্রবার রাতে বাবার সাথেই ঘুমিয়ে ছিল অপু বিশ্বাস। রাত তিনটার দিকে বুঝতে পারে তার আঙ্গুলে জ্বালাপোড়া করছে। বাবাকে ডেকে ঘটনাটি বললে তিনি দেখতে পান আঙ্গুল দিয়ে রক্ত ঝড়ছে। সাথে সাথে গ্রামের ওঝা ফারুক হোসেন ফরুর বাড়িতে শুরু হয় ঝাড়ফুঁকের। সেখান থেকে বাড়ি ফিরে ভোরে অবস্থার অবনতি হলে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসলে চলছিল চিকিৎসার প্রস্তুতি। কিন্তু পরিবার চিকিৎসকের ওপর ভরসা না পেয়ে সেখান থেকে পুনরায় ওঝার বাড়ি নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে মারা যায় সাপে দংশিত অপু বিশ্বাস।

সাপে দংশনের পর দীর্ঘ সময় পার হলেও বাবার ভুল সিদ্ধান্তে এমন মৃত্যুতে অপুর সহপাঠি ও এলাকাবাসীদের মধ্যে নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

অপুর পিতা সেকেন্দার জোয়ার্দ্দার বলেন, রাতে একমাত্র ছেলে অপুর সাথে ঘুমিয়ে ছিলেন তিনি। রাত তিনটার দিকে অপু ঘুম থেকে উঠে তাকে জানায়, তার আঙ্গুলে কিসে কামড় দিয়েছে। সাথে সাথে তাকে গ্রামের ওঝা ফারুকের বাড়িতে নেওয়া হয়। সেখানে ওঝার দেয়া গাছে ছেলে সুস্থতা বোধ করলে তারা বাড়িতে আসেন। ছেলে অপু ঘুমিয়ে পড়লে এইচএসসি পরীক্ষার্থী বিধায় ভোরে ছেলেকে পড়ার জন্য জাগানো হয়। ঘুম থেকে উঠে অপু পুনরায় অসুস্থতা বোধ করলে তাকে শৈলকুপা উপজেলা

স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসেন। চিকিৎসকরা তার চিকিৎসার জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকলে পুনরায় তাকে পৌর এলাকার ঋষিপাড়ায় ওঝার বাড়িতে নিলে তার অবস্থার আরো অবনতি হতে থাকে। ওঝা তাকে হাসপাতালে নেওয়ার পরামর্শ দিলে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসলে চিকিৎসক কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেন। হাসপাতালে নেওয়ার পথে সকাল সাড়ে আটটার দিকে তার মৃত্যু হয় বলে জানান অপুর বাবা সেকেন্দার বিশ্বাস।

অপুর সহপাঠি রবিন হোসেন বলেন, তারা স্কুলে থেকেই এক সাথে পড়ালেখা করে আসছে। অপু খুবই মেধাবী ছিল ও চঞ্চল প্রকৃতির। সাপের দংশনের পর পরিবারের ভুল চিকিৎসায় তার এমন মৃত্যু তারা মেনে নিতে পারছে না বলে জানান।

অপুর প্রাথমিক ঝাড়ফুঁকের ওঝা ফারুক হোসেন ফরু বলেন, তিনি দীর্ঘ ২০ বছর সাপের কামড়ের চিকিৎসা করে আসছেন। অপুর পিতা সেকেন্দার তার ছেলেকে নিয়ে আসেন গতকাল শনিবার ফজরের আযানের আগে। তিনি তাকে গাছের মাধ্যমে চিকিৎসা দেওয়ার পর সে সুস্থ হলে বাড়ি চলে যান। এরপর সকাল ৯টার দিকে তিনি জানতে পারেন সাপে দংশিত অপু কুষ্টিয়াতে মারা গেছে। তবে তার চিকিৎসায় কোনো ভুল নেই বলে ওঝা ফরু দাবি করেন।

শৈলকুপা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডা. আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, গতকাল শনিবার ভোরে ব্রহ্মপুর গ্রামের এইচএসসি পরীক্ষার্থী অপুকে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসা হয়। তার লক্ষণ দেখে বোঝা যায় সে সাপে দংশিত। তার চিকিৎসার প্রস্ততি চলাকালে রোগীর স্বজনরা তাকে জোরপূর্বক পূনরায় ওঝা বাড়িতে নিয়ে যায়। সেখানে তার অবস্থার অবনতি হলে পুনরায় হাসপাতালে নিয়ে আসলে তারা অপুকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেন। এরপর তার মৃত্যু হয়েছে বলে তারা জানতে পারেন। তার পরামর্শ সাপে দংশন করলে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে আসলে তার জীবন ঝুঁকির মধ্যে পড়বে না বলে জানান।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন শৈলকুপা থানার ওসি মাসুম খান ।

ঝিনাইদহে সাপ নিয়ে খেলা করতে গিয়ে প্রাণ গেল এক কিশোরের

ঝিনাইদহে সাপ নিয়ে খেলা করতে গিয়ে সাপের কামড়ে প্রাণ গেল মাহাফুজুর রহমান (১৬) নামের এক কিশোরের।

গতকাল মঙ্গলবার রাতে ঝিনাইদহ সদর উপজেলার মহারাজপুর ইউনিয়নের বিষয়খালীর কেশবপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। মৃত কিশোর মাহাফুজুর রহমান ঐ গ্রামের মত. মতিয়ার রহমান মতির একমাত্র ছেলে।

স্বজন ও বন্ধু সোহান জানায়, গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কাছের একটি তালগাছ থেকে গত সোমবার বিকালে মাহাফুজুর রহমান একটি সাপ ধরে টিফিন বাটিতে করে আটকে রাখে। যা পরদিন মঙ্গলবার দুপুরে ঐ তালগাছের কাছে গিয়ে সাপ নিয়ে খেলা করতে গিয়ে

মঙ্গলবার দুপুর ১টার দিকে তার হাতে সাপে ছোবল দেয়। প্রথমে নিজেয় বিভিন্ন গাছের পাতা দিয়ে সাপেড় কামড়ের স্থানে ঘষতে থাকে। এক পর্যায়ে নিজেয় মখদিয়ে সাপেড় বিষ তুলতে গেলে আরও বেশী অসুস্থ হয়ে পড়ে। সেসময় তার সাথে থাকা তার দুই কিশোর বন্ধুর মধ্যে সোহান নামের এক বন্ধু তার পরিবারের লোকজনকে খবর দেয়। ঘটনাস্থলে তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে বিকাল ৩টার দিকে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তার অবস্থার অবনতি হলে জরুরি বিভাগের চিকিৎসক তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করে। ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাত ১০টার দিকে তার মৃত্যু হয়।

প্রতিবেশী আলমঙ্গীর হোসেন জানান, মঙ্গলবার গভীর রাতে কিশোর মাহাফুজুর রহমানের মরদেহটি গ্রামের বাড়িতে আসলে এক রিূদয় বিদারক অবস্থার সৃষ্ঠি হয়।এসময় তার মা, আত্মীয়-স্বজন সহ এলাকার মানুষ কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন।

মহারাজপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান খুরশিদ আলম মিঞা কিশোরের মৃত্যু নিশ্চিত করে বলেন, নিজের সামান্য ভুলের কারণে এই মৃত্যু। তাই সাপ নিয়ে কখনও খেলা কারা উচিত না। ইউনিয়ন সহ দেশের সকল নাগরিকের আরও সচেতন হবার পরামর্শ দেন তিনি।

ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক জান্নাত-আরা বলেন,

মঙ্গলবার বিকালের দিকে সদর হাসপাতালে সাপে কামড়ের অনেক পরে পরিবারের লোকজন তাকে নিয়ে আসে। হাসপাতালে চিকিৎসা চলছিলো কিন্তু পরে অবস্থার অবনতি দেখা দিলে ঐ কিশোরকে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়। এবং রাতেই সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

বুধবার সকালে কিশোর মাহাফুজুর রহমানের যানাজার নামাজ শেষে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন সম্পন্ন করা হয়। জানাজার নামাজে উপস্থিত ছিলেন মহারাজপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান খুরশিদ আলম মিঞা, ৩ নং ওয়ার্ড মেম্বর আতিকুর রহমান আতিক, বিষয়খালী শহীদ মোস্তফা স্কুল এন্ড কলেজের ধর্মীয় শিক্ষক শাহ মোহাম্মদ এনামুল হক ফয়েজি, ব্যবসায়ী দবির আলীসহ অসংখ্য মানুষ জানাজায় অংশ নেয়।

ঝিনাইদহে সাপের কামড়ে প্রাণ গেলো স্কুল ছাত্রীর

পরিবারের অজ্ঞতায় সাপের কামড়ে প্রাণ গেলো ঝিনাইদহের আরও এক স্কুল ছাত্রীর।

বুধবার (১১জুন) রাতে সদর উপজেলার ঘোড়শাল ইউনিয়নের পাকা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। মৃত ওই কিশোরী রাবেয়া খাতুন (১৫) ওই গ্রামের আব্দুল্লাহ হোসেনের মেয়ে। সে স্থানীয় একটি বিদ্যালয়ের ৮ম শ্রেণীর ছাত্রী।

স্বজনরা জানায়, বুধবার রাত সাড়ে ৮ টার দিকে নিজ ঘরে সাপে ছোবল দেয়। প্রথমে পরিবারের লোকজন তাকে স্থানীয় ওঝার কাছে নিয়ে যায়। সেখানে তার শারিরীক অবস্থার অবনতি হলে রাত সাড়ে ১২ টার দিকে সদর হাসপাতালে ভর্তি করে।

বৃহস্পতিবার সকালে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আরও অসুস্থ হয়ে পড়লে পরিবারের লোকজন হাসপাতাল থেকে আবারো ওঝার কাছে নিতে গেলে পথে তার মৃত্যু হয়।

ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের জরুরী বিভাগের চিকিৎসক মেফতাহুল জান্নাত বলেন, সকালে অসুস্থ হয়ে পড়লে তারা আমাদের না জানিয়ে ওঝার কাছে নিয়ে যাওয়ার চেস্টা করে। পথে কিশোরীর মৃত্যু হয়েছে। হাসপাতালে আবার ফেরত আনলে আমরা তাকে মৃত অবস্থায় পায়।